আবুধাবীতে প্রবাসের সময়

কর্নফুলী'র প্রবাস রিপোর্ট

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবী থেকে মাসিক **প্রবাসের সময়** এর নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন আমাদের কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন যে সেখান থেকে সদ্য প্রকাশিত প্রবাসের সময় এর প্রথম প্রকাশনা উৎসব পালন হয়। মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহিদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে **প্রবাসের সময়** এর পক্ষ হতে আবুধাবীস্থ রেইনবো ষ্টীক হাউসে বন্যার্ট আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো" ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার শত শত প্রবাসীদের উপস্থিতিতে মঞ্চস্থ করা হয়। আলহাজ্ব এম. এ. সালামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের লেবার কাউন্সিলর জনাব সিদ্দিকুর রহমান্ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনতা ব্যাংক আবুধাবী শাখার ব্যবস্থাপক জনাব, মাহমুদুল হক, জনতা ব্যাংক আবুধাবী শাখার প্রিন্সিপাল আফিসার ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য জনাব, এ.কে. আজাদ, সিনিয়র অফিসার মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বি.এন.পি. আবুধাবী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব, সালাম তালুকদার, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী বাবু আশিষ বড়ুয়া, সহ সম্পাদক শওকত আকবর, যুগ্ম সম্পাদক মোরশেদুল হক, সহ সম্পাদক, নাসির তালুকদার, বিশেষ অতিথি বি.এন.পি মহানগর উপদেষ্টা জেবল হোসেন চৌধুরী প্রবাসের সময় এর উপদেষ্টা সেলিম রেজা, মুক্তিযোদ্ধা শাহ আলম মিঞা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব, জাহাঙ্গীর আলম ও বাংলাদেশ সমিতির এবং বি.এন.পির সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব, নুর মোহাম্মদ প্রমুখ।

আগত অতিথিদের সাথে প্রবাসের সময় হাতে নির্বাহী সম্পাঃ মোঃ রফিক উদ্দিন

সর্বপ্রথম কোরান থেকে তেলাওয়াত করেন-ফরিদ আহাম্মদ- প্রবাসের সময়ের বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ আলী রেজার পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোজাম্মেল হকের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রথম পর্বের আলোচনা সভা আরম্ভ করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে তিনি প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রবাসের সময় সবসময় সারা বিশ্বে বাংলাদেশী ৮০ লক্ষ প্রবাসীদের মনের কথা বলে যাবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মাননীয় প্রধান অতিথির ভাষনে বাংলাদেশ দূতাবাসের লেবার কাউন্সিলর জনাব, ছিদ্দিকুর রহমান প্রবাসের সময়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, 'দূতাবাস কর্তৃক যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের কথা সেটা আজকের যে প্রবাসের সময় বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজন করেছে তাদের প্রথম প্রকাশনা উৎসবের মাধ্যমে সত্যিই প্রসংশার দাবী রাখে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রবাসীদের একান্ত প্রচেষ্টায় আজকে প্রবাসের সময় পত্রিকাটি যে প্রবাসীদের মধ্যে তাদের মনের কথা বলে যাবে যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে আমি তার জন্য প্রবাসের সময়ের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।' মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার যে মাধ্যম ভাষা সে ভাষার উৎপত্তি ও ধর্মিয় দায়বদ্ধতা নিয়ে তিনি বিষদ আলোচনা করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাবু আশিষ বড়ুয়া বলেন 'আমরা ৮০ লক্ষ প্রবাসীদের জন্য প্রবাসীদের দাবী-দাওয়া নিয়ে সুখ-দুঃখের কথা বলার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশী প্রবাসীদের জন্য আমাদের মধ্যে প্রবাসের সময় যে আসছে সত্যিই আমরা এর জন্য আনন্দ বোধ করছি। আর আমি ব্যক্তিগত ও আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ হতে সবসময় সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করে যাবো।' জনতা ব্যাংক আবুধাবী শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার জনাব, এ.কে. আজাদ তার বক্তব্যে বলেন, 'যাদের তাজা বুকের রক্তের বিনিময়ে আমরা আজ যে বাংলাভাষা পেয়েছি, সংবাদ পত্র স্বাধীনভাবে লিখতে পারছি পৃথিবীর বুকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছি তাদের প্রতি আমাদের এখনও পূর্ন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়নি। আজ আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে বাংলাদেশীরা আছি, তাদের মাতৃভাষার সম্মানে ভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, শহিদ দিবসটি আমরা যথাযথ মর্যাদায় পালন করছি না।' তাই তিনি সবার প্রতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সাথে সাথে শহিদ দিবসটিও পালন করার জন্য আহব্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রবাসের সময়ের উপদেষ্ঠা আলহাজ্ব এম.এ. সালাম তার নীতি নির্ধারণী বক্তব্যে বলেন 'প্রবাসী কমিউনিটি ও প্রবাসীদের মিলনমেলা হচ্ছে আমাদের এ সকল আয়োজন। আমি আশাকরি প্রবাসের সময় সবসময় প্রবাসীদের পাশে থাকবে।' নির্বাহী সম্পাদক, মোহাম্মদ রফিক উদ্দিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরকে ব্যাজ পরিয়ে দেন ষ্টাফ রিফোর্টার- আক্তার হোসেন বাদল ও শাহিদুল আলম।

আলোচনা পর্বের শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আল-আইন ক্যান্ডিড শিল্পীগোষ্ঠী সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গেয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। এরপর একুশের গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী" তারপর দেশাত্ববোধক গান, আধুনিক এবং প্রবাসের সময়ের সহ-সম্পাদক ছদরুল ইসলাম আনিছের মনোমুগ্ধকর গানে উপস্থিত দর্শকদের আলোড়িত করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে আগত অতিথিবৃন্দরা স্বত:স্ফূর্তভাবে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

কর্ণফুলী'র প্রবাসী রিপোর্ট